আদর্শ দ্বীনী পরিবার

আদব ও শিষ্টাচার

মূল

সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.-এর মুহতারামা আম্মাজান

সায়্যিদা খাইরুন নিসা বেহতর রহমাতুল্লাহি আলাইহা

অনুবাদ

মাওলানা মুহাম্মাদ তাওহীদুল ইসলাম তায়্যিব

দাওরা, জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

উলূমুল হাদীস, মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা

মাকতাবাতুল আশরাফ

দ্বীনী গ্রন্থের আস্থার ঠিকানা

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন : ৮৮-০২-৯৫৮৯৩০৮, ০১৭১২-৮৯৫৭৮৫

আল্লাহর নামে শুরু
যিনি সকলের প্রতি দয়াবান,
পরম দয়ালু।

حُسن مُعاشرت

مُسلمان لڑکیوں کے لیے

گھریلو زندگی، پرورشِ اولاد، خانہ داری اور حُسنِ اخلاق کا سبق دینے والی کتاب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রকাশকের কথা

একটা সময় ছিল যখন মুরুব্বীদেরকে মানুষ শ্রদ্ধা করত। হৃদয়ের গভীর থেকে তাদেরকে সম্মান জানাত। গুরুত্বপূর্ণ যে কোনো বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ করত। তাদের কথামতো চলতে পারাকে সৌভাগ্য মনে করত। বিয়ে-শাদী, লেনদেন, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ শুরু করার আগে সবাই তাদের থেকে দুআ নিত। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাদের নসীহত কামনা করত।

মুরুব্বীরাও ছিলেন অনেক জ্ঞানী। প্রাজ্ঞ ও অভিজ্ঞ। উন্নত চিন্তা ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন।

কিন্তু সময় এখন বদলে গেছে। অতীত ও বর্তমানের ঘনিষ্ঠরেখা খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে। সবকিছুরই যেন নতুন সংজ্ঞা ও নতুন পরিচয় তৈরি হয়েছে। সেজন্য দেখা যায়, এখনকার ছেলেমেয়েরা 'মুরুব্বী' শব্দের সঙ্গেই পরিচিত না। যারা কিছুটা পরিচিত তারা এই শব্দের ভাব ও আবেদন সম্পর্কে কোনো ধারণাই রাখে না।

সময়ের এই পরিবর্তনের মূলে প্রযুক্তি ও প্রযুক্তি নির্ভরতার বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো। অনেককেই দেখা যায় এখন গুগল 'শায়খ (!)' থেকেই সবকিছু নিতে চায়। ইন্টারনেটকেই সবকিছুর বিকল্প মনে করে। অনলাইনে যুক্ত হতে পারলেই নিজেকে স্বয়ংসম্পন্ন মনে করে। আর মুরুব্বীদেরকে মনে করে প্রাচীনপন্থী। অতীতমুখী। আশঙ্কাজনক এই অবস্থা কবে দূর হবে কে জানে।

কিংবা এই অবস্থা আরও কতদূর গড়াবে জানি না। সর্বোপরি এখনকার মানুষ শ্রদ্ধা সম্মানও খুব একটা বুঝে না।

মুরুব্বীদের প্রতি শ্রদ্ধাহীনতা এবং তাদেরকে মান্য করার ব্যাপারে দুঃখজনক অবহেলা বহু রকমের কল্যাণ থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত করেছে। বহু ধরনের খারাবী আমাদের মাঝে ডেকে এনেছে। তন্মধ্যে একটি এই যে, আমাদের সন্তানরা এখন আর আমাদের নিয়ন্ত্রণে নেই। তাদেরকে সতর্ক ও শাসন করার কোনো ব্যবস্থা আমাদের হাতে নেই। এখন তারা তাদের ইচ্ছেমতো চলতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। নিজেদের বুঝ ও বুদ্ধি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে। অন্যদেরকে এমনকি মা-বাবাকেও তারা তাদের পছন্দ-অপছন্দ মেনে নিতে বাধ্য করছে। এর ভয়ঙ্কর পরিণতি তো সবার চোখের সামনে!

এ বিষয়ে দীর্ঘ কথা বলার উদ্দেশ্য হলো, মাকতাবাতুল আশরাফ থেকে বর্তমানে যে কিতাবটি প্রকাশিত হচ্ছে সেটি আগাগোড়া মুরুব্বীদের সেই নসীহত, যা একসময় আমাদের জন্য বহু কল্যাণ লাভের মাধ্যম ছিল। ব্যক্তি জীবন ও পারিবারিক জীবনে কামিয়াবী লাভের উসিলা ছিল। যে নসীহতগুলোর অভাবেই এখন আমাদের বিবেক বিবেচনা দুর্বল। বোধ ও উপলব্ধি কমজোর। রুচি ও চিন্তা বড় বেমানান।

কিতাবটির উর্দূ নাম 'হুসনে মুআশরাহ'। এটি লিখেছেন হিন্দুস্তানের উচ্চ পর্যায়ের ইলমী খান্দানে বেড়ে ওঠা এক মহীয়সী নারী। যার জীবনী বিষয়েও আমাদের মাকতাবা থেকে চমৎকার একটি কিতাব প্রকাশিত হয়েছে 'মহীয়সী মা' নামে। তিনি মুআররিখে হিন্দ সায়্যিদ আবদুল হাই হাসানী রহ.-এর স্ত্রী। এবং মুফাক্কিরে ইসলাম সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.-এর মা। তাঁর ছোট মেয়ে উর্দূ ভাষার বিখ্যাত কবি ও লেখিকা আমাতুল্লাহ তাসনীম রহ.।

অর্পণ

প্রিয় ভাগ্নি, আমাতুল্লাহ উমামা
আত্মজা, আমাতুল্লাহ সাফফানা
কতদিন তোমাদের দেখতে পাব জানি না।
দুআ করি, আসমান যেন দেখে—
তোমরা হয়েছ আবিদা মহীয়সী
আলী নদভীর মায়ের মতো স্বর্ণ প্রসবিনী মা।

–অনুবাদক

আদর্শ দ্বীনী পরিবার

আদব ও শিষ্টাচার

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ أَجْمَعِيْنَ، أَمَّا بَعْدُ:

আলহামদু লিল্লাহ! ছুম্মা আলহামদু লিল্লাহ! মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের মেহেরবানীতে আজ মুফাক্কিরে ইসলাম সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.-এর মুহতারামা আম্মাজান সায়্যিদা খাইরুন নিসা বেহতর রহ. কর্তৃক রচিত পারিবারিক জীবনের আদব ও শিষ্টাচার বিষয়ক কিতাব حسن معاشرت এর অনুবাদ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে।

কাজটি শুরু হয়েছিল গত রমযানের শেষ দশকে। করোনার বন্দি জীবনে গ্রামীণ পরিবেশের সুন্দর একটি মসজিদে। এরপর অল্প অল্প করে দীর্ঘ দশ মাসে এই পর্যন্ত এসেছে। এখন অনুবাদ শেষে তিনটি প্রুফ দেখার পর ছাপার জন্য প্রেসে যাচ্ছে। আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু কুল্লুহু, ওয়ালাকাশ শুকরু কুল্লুহ।

কাজটি যখন শুরু হয় তখন ভেবেছিলাম, রমযানের শেষ দশকেই সমাপ্ত করব ইনশাআল্লাহ। এরপর রমযান গিয়েছে। শাওয়াল গিয়েছে। একের পর এক অনেকগুলো মাস গিয়ে এখন চলছে রজব! এটাকেই বলে তাকদীরের ফায়সালা এবং জীবনের বাস্তবতা! জীবনের পদে পদে এ ধরনের অনেক বাস্তবতা আমাকে সজাগ করে। বারবার সতর্ক করে। তবু যেন ঘুমের ঘোরেই অচেতন হয়ে থাকি!

নিঃসন্দেহে জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দান। জীবনের প্রতিটি স্বপ্ন তাঁরই অপার অনুগ্রহ। প্রতিটি কথা, প্রতিটি কাজ, প্রতিটি ভাবনা, প্রতিটি কল্পনা, প্রতিটি অনুভব ও উপলব্ধি তাঁরই দয়া ও মেহেরবানী। তাঁর দেওয়া তাওফীকেই জীবনের সবকিছু পরিচালিত হয়। তাঁর মেহেরবানীতেই সবকিছু সচল থাকে।

কিন্তু সেই তাওফীক ও মেহেরবানী লাভ করার পর যেই পরিমাণ শোকর আদায় করা উচিত, সেই পরিমাণ শোকর কি আমি আদায় করি? অন্তত যথাসাধ্য চেষ্টা কি করি?

হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন। আপনার শোকরগুযার বান্দা হওয়ার তাওফীক দান করুন। সব ধরনের নাফরমানী থেকে আমাকে হেফাযত করুন। দ্বীন ও ইলমে দ্বীনের খেদমতে আমৃত্যু নিয়োজিত রাখুন। ইখলাস ও ইতকানের সঙ্গে কাজ করার তাওফীক নসীব করুন। আমীন।

২

বেশ কয়েক বছর আগের কথা। মুহতারাম মাওলানা সায়ীদুল হক ভাইয়ের সাথে ঢাকার বায়তুল মুকাররাম মসজিদ সংলগ্ন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাকতাবায় গিয়েছিলাম। সেদিন সময় ছিল খুব সংক্ষিপ্ত, কাজ ছিল দীর্ঘ। এরই মধ্যে একটি কিতাব মাওলানা সায়ীদ ভাইয়ের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করল। তিনি আমাকে বললেন, চমৎকার একটি কিতাব! ধরুন তো কয়েকটি পৃষ্ঠার ছবি তুলে নিই। এরপর খুব আগ্রহ নিয়ে কিতাবের প্রতিটি পৃষ্ঠার ছবি তুললেন!

এই ঘটনার অনেকদিন পর হঠাৎ একদিন বললেন, 'আপনি এই কিতাবটির অনুবাদ করে দিন না! এতে পারিবারিক জীবনের অনেকগুলো বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আছে। ইনশাআল্লাহ খুব ফায়দা হবে।' আমি সম্মত হলাম এবং

কিতাবটি অনুবাদ ও কম্পোজ শেষ হওয়ার পর একটি প্রুফ আমিও আগাগোড়া দেখলাম। সুবহানাল্লাহ! নারীদের ঘরোয়া তালীম ও তারবিয়াতে নিয়োজিত, সংসার ও পারিবারিক জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞ, অত্যন্ত উঁচু পর্যায়ের একজন আল্লাহওয়ালী নারী কত আবেগ ও দরদ নিয়ে, কত সহজ সরল ও সাবলীল ভাষায় মেয়েদের উদ্দেশ্যে নসীহত পেশ করছেন! বিবাহপূর্ব জীবন, বিবাহপরবর্তী জীবন, সন্তান প্রতিপালন, মেহমানদের ইকরাম ও আপ্যায়ন, আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ-খবর, সামাজিক আচার-আচরণ, দুআ ও মুনাজাত এবং পারিবারিক জীবনের খুঁটিনাটি অনেক বিষয়ে কত গভীর বোধ, উপলব্ধি ও শিক্ষা তুলে ধরেছেন! আল্লাহ তাআলা তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউসের আ'লা মাকাম নসীব করুন। আমাদের ঘরে ঘরে এমন দ্বীনদার, ইবাদতগুযার ও আল্লাহওয়ালী নারীদের জন্ম দান করুন। আমীন।

কিতাবটি পড়া শেষ হলে আমি আমার আহলিয়াকে বললাম, 'এখন থেকে আত্মীয়-পরিবারে যে মেয়েরই বিয়ের কথা শুনবে তাকে এই বই হাদিয়া দিবে।' বাস্তবেই নব বিবাহিত এবং বিবাহযোগ্য বালেগা প্রত্যেক নারীর জন্য বইটি অত্যন্ত উপকারী হবে বলে আমার বিশ্বাস।

কিতাবটির উর্দূ নাম সরাসরি অনুবাদ করলে দাঁড়ায় 'উত্তম আচার-আচরণ' বা 'সুন্দর ব্যবহার'। তবে এই আচার-ব্যবহারগুলো যে পারিবারিক জীবনের সাথে সম্পৃক্ত সেকথা বুঝানোর জন্য আমরা বাংলা নাম দিয়েছি 'আদর্শ দ্বীনী পরিবার : আদব ও শিষ্টাচার'। অর্থাৎ আচার-ব্যবহারের এই শিষ্টতা ও ভদ্রতার সঙ্গে পারিবারিক জীবনের কথাটা স্পষ্ট করেছি। তাছাড়া এই সকল আদব ও শিষ্টাচার রক্ষা করতে পারলে যে সুন্দর ও আদর্শ পরিবার গড়ে ওঠবে, সেটা দৃঢ়ভাবেই আশা করা যায়। ওয়ামা তাওফীকি ইল্লা বিল্লাহ।

আল্লাহ তাআলা আমাদের ছোট বড় সকল আমলকে কবুল করুন। আমাদের প্রতিটি পরিবারকে আদর্শ দ্বীনী পরিবার হিসাবে গড়ে তোলার তাওফীক দান করুন। আমীন।

প্রিয় পাঠক!

মূল্যবান এই কিতাবটিকে সর্বাঙ্গীণ সুন্দর ও ত্রুটিমুক্ত করার জন্য আমরা আমাদের সামর্থ্যানুযায়ী চেষ্টা করেছি। তারপরও কোনো ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া বিচিত্র নয়। যদি কারও দৃষ্টিতে কোনো অসংগতি ধরা পড়ে, আমাদেরকে অবগত করলে কৃতজ্ঞতার সাথে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করে নেব ইনশাআল্লাহ।

তারিখ
১৭ রজব ১৪৪২ হিজরী
০২ মার্চ ২০২১ ঈসায়ী

বিনীত
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
দারুত তাসনীফ-মাকতাবাতুল আশরাফ
ইসলামী টাওয়ার, ৪র্থ তলা
১১ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	১৯
লেখিকার কথা	২৩
মেয়েদের সঙ্গে কিছু কথা	২৫
ঘর গোছানো শেখা	২৬
গুণ অর্জনের সময়	২৭
সরল বিনয়ী আচরণ	২৯

পিত্রালয়

মা বাবার খেদমত ও আনুগত্য	৩১
তোমাদের দোষ-গুণ	৩২
বড়দের থেকে শেখা	৩৩
আগেকার দিনে পারিবারিক শিক্ষা কেমন ছিল	৩৪
পর্দা ও লজ্জাশীলতার প্রতি গুরুত্বারোপ	৩৬
দ্বীনী ইলমের চর্চা	৩৬
বর্তমান যুগের পিতামাতা : উদাসীনতা ও পরিণাম	৩৭
পর্দার পথে চলো, লজ্জাশীলতা গ্রহণ করো	৩৯
নভেল উপন্যাস	৪০
ছোটদের প্রতি স্নেহপূর্ণ আচরণ	৪২
ভাই-ভাবীদের সাথে আচরণ	৪৩
বড় বোনের সাথে আদব	৪৩

বিষয়	পৃষ্ঠা

শ্বশুরালয়

কয়েকদিন মেহমান হিসাবে	৪৭
শাশুড়ি ননদের সাথে আচরণ	৪৭
শ্বশুরালয়ে অন্যান্যদের সাথে আচরণ	৫০
চাচা, মামা, খালা ও ফুফুদের সাথে আচরণ	৫১
স্বামীর হক	৫৩
স্বামীর সাথে কেমন আচরণ কাম্য	৫৩
বিবেক বুদ্ধির দাবী	৫৫
স্বামীকে খুশি করার সহজ তরীকা	৫৬

ঘর ও সংসার

ঘরের কাজ ও সাংসারিক জীবন	৫৯
ভারী দুটি দায়িত্ব	৫৯
সাংসারিক কাজকর্ম	৬০
সবার সঙ্গে সদ্ব্যবহার	৬২
প্রয়োজন উত্তম গুণ ও অভিজ্ঞতা	৬৩
সংসারের প্রয়োজনীয় আসবাব পত্র	৬৫
নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস	৬৬
পাত্রের সংখ্যা ও পরিমাণ	৬৬
জিনিসপত্র রাখার জায়গা	৬৮
আরও কিছু বিষয়	৬৯
হিসাব ও পরিমিতিবোধ	৭০
শৃঙ্খলা ও সুব্যবস্থাপনা	৭১
পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা	৭৩

মাকতাবাতুল আশরাফের স্বত্বাধিকারী হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান সাহেব দামাত বারাকাতুহুমকে বিষয়টি জানালাম। তিনি অত্যন্ত খুশির সাথে কাজটি করতে বললেন। জাযাহুমাল্লাহু আহসানাল জাযা।

৩

কিতাবটির রচয়িতা হিন্দুস্তানের বরেণ্য একটি ইলমী খান্দানে বেড়ে ওঠা এক মহীয়সী নারী। পরবর্তীতে যিনি মুআররিখে হিন্দ সায়্যিদ আবদুল হাই হাসানী রহ. সহধর্মিনী এবং মুফাক্কিরে ইসলাম সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.-এর মা। যিনি দীর্ঘ জীবন ঘরোয়া পরিবেশে নারীদের তালীম তারবিয়াতের খেদমত করেছেন। খান্দান ও খান্দানের বাইরের অসংখ্য নারী যার কাছে দ্বীন ও দ্বীনী তালীম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছেন।

সংসার ও পরিবার বিষয়ে অভিজ্ঞ এই নারী অত্যন্ত আবেগ ও দরদ নিয়ে কিতাবটি লিখেছেন। তাতে সংসার জীবনের ছোট্ট থেকে ছোট্ট অনেক বিষয় অত্যন্ত সহজ ও সরলভাবে তুলে ধরেছেন। যদিও তিনি তার যুগের সমাজ ও পরিবেশকে সামনে রেখে লিখেছেন। তবে বর্তমান সমাজেও তা প্রায় শতভাগ পালন করার মতো। অথচ এই সব বিষয়ে এখন আর তেমন কোনো আলোচনাই হয় না বলা যায়!

ছোট ছোট নয়টি অধ্যায়ে তিনি পারিবারিক জীবনের অতি গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তন্মধ্যে চতুর্থ অধ্যায়টি হলো সন্তান লালন পালন। পঞ্চম অধ্যায় বাচ্চাদের বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি ও প্রাথমিক চিকিৎসা। এই অধ্যায়ে তিনি তার সময়ের অবস্থা ও পরিবেশ বিবেচনা করে বিভিন্ন গাছ ও গাছের শেকড়াদি থেকে ওষুধ তৈরির পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বর্তমানের চিকিৎসা ব্যবস্থা তো আগের মতো থাকেনি। গ্রামের মানুষও এখন আর সেই ধরনের ওষুধে অভ্যস্ত নয়। সেইসব ওষুধ তৈরি করাও

এখন সবার পক্ষে সম্ভব নয়। এ জাতীয় কিছু বিষয় চিন্তা করে কিতাবটির সেই অধ্যায় আমরা অনুবাদ করিনি। তবে সেখানের ভূমিকা ও প্রাসঙ্গিক কথাগুলো আলাদা শিরোনামে উল্লেখ করেছি।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই কিতাব থেকে যথাযথভাবে উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমাদের প্রতিটি পরিবারকে পূর্ণাঙ্গ দ্বীনী পরিবার হিসাবে কবুল করুন। পরিবারের প্রত্যেকের জীবনকেই সুখ ও স্বচ্ছন্দময় করুন। আমাদের খান্দানগুলোতে তাঁর প্রিয় বান্দা-বান্দী ও আউলিয়ায়ে কেরামের জন্ম দান করুন। আমীন।

মুহাম্মাদ তাওহীদুল ইসলাম তায়্যিব
১৮ রজব ১৪৪২ হিজরী
০৩ মার্চ ২০২১ ঈসায়ী